

অনুপস্থিতি উদ্বোধনক জেএসসি জেডিসিতে

বিভাগ বাড়ি। প্রশ্ন ফাঁসের সংকট ও নকলমুক্ত পরিবেশের মধ্য দিয়েই দেশজুড়ে চলছে এবারের অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের কম সংখ্যা সকলের মাঝে আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু কমছে না ফরম পূরণ করেও পরীক্ষার হলে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা।

পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেও প্রতিদিনই পরীক্ষার হলে অনুপস্থিত থাকছে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। এখন পর্যন্ত অনুপস্থিত নয়টি পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছে

মাত্র ১৩২। শিক্ষা ফরম পূরণ করেও পেরে আসেনি তিন লাখ ৮২ হাজার ৩৭৯ পরীক্ষার্থী। অর্থাৎ প্রতিটি পরীক্ষাতেই বাঁচছে ৪২ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী।

এদিকে নকল যত্নে বহিষ্কারের সংখ্যা কমলেও মাপাসিক শিক্ষা স্তরে অব্যাহত বাঁচছে পড়ার বিশাল সংখ্যায় উদ্ভিন্ন দেশের বিনীত শিক্ষাবিদগণ সংশ্লিষ্ট (২ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

পরীক্ষা দেয়নি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, মাধ্যমিক পর্যায়ে বাঁচছে পড়ার হার আগের তুলনায় কমছে একথা সত্য কিন্তু কোনভাবেই কমানো যাচ্ছে না হলে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা। এই সংখ্যা এখনও আছে উদ্বোধনক পর্যায়েই। বিশেষজ্ঞরা বাঁচছে পড়া ও হলে অনুপস্থিত থাকার কারণ চিহ্নিত করে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে এ বছর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য নিবন্ধন করে ২৪ লাখ ১২ হাজার ৭৭৫ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে আগের বছরের অকৃতকার্য এক লাখ ছয় হাজার ৫৫০ জন শিক্ষার্থীও রয়েছে। সেই হিসাবে ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে ২৩ লাখ ছয় হাজার ২২৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। ২০১৩ সালে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীই এ বছর জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এসব শিক্ষার্থী এবং ২০১৩ সালে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনীতে অংশ নেয়া পরীক্ষার্থীর তুলনামূলক চিত্রেই দেখা যাচ্ছে- বিগত তিন বছরে বিদ্যালয় থেকে হারিয়ে গেছে ছয় লাখ ৪৩ হাজার ৯৬৮ জন শিক্ষার্থী। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাস করলেও ছয় লাখ ৪৩ হাজার ৯৬৮ জন শিশু এবারের জেএসসি বা জেডিসিতে নেই। আর্থিক সংকটসহ নানা কারণে অষ্টম শ্রেণীর সমাপনীর আগেই তারা বাঁচছে পড়ছে। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২০১৩ সালে মোট ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে প্রাথমিকে ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৪০৬ জন। এর বাইরে ইংরেজী ভাষানে অংশ নেয় ছয় হাজার ৪৫৭ জন। সবার জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে পঞ্চম শ্রেণী শিক্ষার্থীদের জন্য ২০০৯ সাল থেকে সমন্বিত এই সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়। আর ইবতেদায়ীতে এ পরীক্ষা শুরু হয় ২০১০ সালে। জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা শুরু হয় ২০১০ সাল থেকে।

এত গেল পরীক্ষা শুরুর আগের কথা। পরীক্ষা শুরুর পর দেখা গেল করেপড়ার আরেক চিত্র। নকলমুক্ত পরিবেশে চলছে এবারের পরীক্ষাও। এবারও অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কম। এ বিষয়টি সকলের মাঝে আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু কমছে না ফরম পূরণ করেও পরীক্ষার হলে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের দেয়া তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দেশের ৮টি সাধারণ ও একটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গত ১ নবেম্বর থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষার প্রথম দিনে বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষায় বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ জন। কিন্তু ফরম পূরণ করেও পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়নি ৫৯ হাজার ৬৬১ জন শিক্ষার্থী। ২ নবেম্বর দ্বিতীয় দিনে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার হয় ২৩ জন। কিন্তু অনুপস্থিত ছিল ৬২ হাজার ৩১৮ জন। ৩ নবেম্বর ইংরেজী প্রথম পত্র পরীক্ষায় ২৭ জন বহিষ্কার হলেও অনুপস্থিত ছিল ৬০ হাজার ৬৯৮ জন। ৬ নবেম্বর ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় বহিষ্কার হয় ৪৬ জন আর অনুপস্থিত ছিল ২৮ হাজার ৫১৮ জন। এরপর ৭ নবেম্বর ধর্ম পরীক্ষায় বহিষ্কার হয় ৩৩ জন, অনুপস্থিত ছিল ৫৭ হাজার ৬৯৪ জন। ৮ নবেম্বর অনুষ্ঠিত হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের পরীক্ষা, এখানে বহিষ্কার হয় ৮ জন। কিন্তু কেন্দ্রে আসেনি ৫৬ হাজার ৪৪৬ জন। সর্বশেষ বুধবার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পরীক্ষায় বহিষ্কার হয় ১০ জন। কিন্তু নিবন্ধন করেও পরীক্ষা কেন্দ্রে আসেনি ৫৭ হাজার ৪৪ জন শিক্ষার্থী। যারা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না, তাদের বাঁচছে পড়ার আশা প্রায় শতভাগ। তবে শিক্ষাবোর্ড আশা করছে, এই শিক্ষার্থীদের অনেকেই আগামী বছর পরীক্ষা দেবে। এদিকে অনুপস্থিতির ব্যাপক হার ভাবিয়ে তুলেছে বিশেষজ্ঞদের। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, কেবল নকল কমালেই